আরডিএ শিশুবিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের মননশীল বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়ন শীর্ষক সমীক্ষা

সালমা মোবারেক
মোঃ মহিউদ্দিন

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া
বাংলাদেশ

প্রকাশক ঃ **মহাপরিচালক**
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
পোঃ আরডিএ, বগুড়া- ৫৮৪২, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০৫১-৫১০০১,৭৮৬০২
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০৫১-৭৮৬১৫
ই- মেইল : info@rda.gov.bd
ওয়েবঃ www.rda.gov.bd

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০২০

ISBN ঃ 984-556-380-5

মূল্য (ডাক মাসুল ব্যতীত) ঃ ১০০.০০ টাকা

গ্রাফিক ডিজাইন ঃ মোঃ আহ্সান উল্লাহ্ খান

প্রচ্ছদ ডিজাইন ঃ মহিত-উল আলম

মুদ্রণ ঃ শাহেরা প্রিন্টিং প্রেস, বগুড়া
বাংলাদেশ।

মুখবন্ধ

পরিবারের সবার ব্যস্ততা ও একক পরিবারের কারণে পিতামাতার পক্ষে শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও তাদের মননশীল বিকাশের জন্য সময় দেয়া সম্ভব হয় না। সময়ের বিবর্তনে বাবা-মা দুজনই অধিক সংখ্যায় চাকুরী, ব্যবসা বা অন্য কোন পেশায় জড়িয়ে পড়ছেন; ফলে শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এখন যুগের দাবিতে পরিণত হয়েছে। গবেষণা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল অঅরডিএ শিশু বিকাশ কেন্দ্রের শিশুদের মননশীল বিকাশ ও উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা সমূহ চিহ্নিতকরণ এবয় করণীয় নির্ধারণ। তথ্য সংগ্রহকালীন মোট ২৫জন পিতামাতা এবং অভিভাবকদের নিকট হতে এ সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাথমিক ও সহায়ক উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের নিকট হতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রশ্নমালায় সুনির্দিষ্ট ও উন্মুক্ত প্রশ্নাবলি ছিল। একইভাবে এফজিডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ও প্রাথমিক তথ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রত্যেক শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ০১টি করে মোট ০৫টি এফজিডি পরিচালনা করা হয়েছে। শিশুর সার্বিক বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, যথা (১) শারীরিক, (২) আবেগিক, (৩) সামাজিক, (৪) বুদ্ধিবৃত্তিক, (৫) ভাষাগত ও (৬) আত্মসচেতনতামূলক ক্ষেত্রে। এই ছয়টি দিককে একত্রে বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। গবেষকবৃন্দ বগুড়া ও রাজশাহী জেলার মোট ৫টি বেসরকারি ৩টি, সরকারি ২টি ডে-কেয়ার সেন্টার হতে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। যুগোপযোগী এবং পূর্ণাঙ্গ ডে-কেয়ার সেন্টার গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই কোলাহলমুক্ত ও পরিকল্পিতভাবে শিশুদের বসবাস উপযোগী এবং ব্যবহার উপযোগী আবাসন নির্মাণ করতে হবে এ বিষয়ে গবেষকবৃন্দ একমত পোষণ করেছেন। যেখানে যথেষ্ট খোলা জায়গা থাকবে এবং বিভিন্ন ফুল ও ফলগাছ থাকবে। শিশুরা যাতে খোলা মাঠে খেলাধুলা করতে পারে এবং বিভিন্ন বয়সের শিশুদেরকে আলাদা আলাদা স্থানে রাখা যেতে পারে। তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পোশাক কেন্দ্র হতে সরবরাহ করতে পারলে ভালো হয়। যাবতীয় খাবারও কেন্দ্র হতে সরবরাহ করা যেতেপারে। কেন্দ্রে অভিজ্ঞ ডিগ্রীধারী শিশু বিশেষজ্ঞ থাকা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত ঔষধের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। শিশুরা অসুস্থ হলে তাদের জন্য মিনি হাসপাতালের ব্যবস্থাও কেন্দ্রে থাকা প্রয়োজন। অসুস্থ অবস্থায় শিশুদের সেবা দেওয়ার জন্য দক্ষ সেবিকা থাকাও প্রয়োজন। জরুরী প্রয়োজনে অসুস্থ শিশুদেরকে হাসপাতালে বা কোন নার্সিং হোমে পাঠানোর জন্য একটি ভালো এ্যাম্বুলেন্সও থাকা প্রয়োজন। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা ক্লাশরুমসহ দক্ষ শিক্ষিকা প্রয়োজন। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দ্দিষ্ট পোশাক দেওয়া এবং পর্যাপ্ত উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে হলে আমাদের নারী সমাজকে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ দিতে হবে। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

-গবেষকবৃন্দ